



95283 - শুক্ৰবারে আৰাফাৰ দনি হওয়ার কোন বশিষেত্ব বা ফজলিত আছে কি?

প্রশ্ন

শুক্ৰবারে আৰাফাৰ দনি হলে সেই হজ্জ ৭ হজ্জৰে সমান- এ কথা কি ঠিক? আল্লাহ আপনাদৰেকো হাজাৰগুণ প্ৰতিদিন দনি।

প্ৰিয় উত্তৰ

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্ৰশংসা আল্লাহৰ জন্ম। শুক্ৰবারে আৰাফা হলে সে বছৰে হজ্জ সাত হজ্জৰে সমতুল্য এই মৰ্মে আমাৰা কোন হাদিস জাননি। তবো যটো বৰ্ণনা আছে সটো হচ্ছো- ৭০ হজ্জৰে সমতুল্য বা ৭২ হজ্জৰে সমতুল্য। কিন্তু কোন অবস্থাত এ দুটা বৰ্ণনা সহি নয়। প্ৰথম উক্তটি এক হাদিসৰে মতনে এসছে তবো সে হাদিসটি বাতলি, সহি নয়। আৰ দ্বিতীয় উক্তটি কোন সনদ বা মতন আমাৰ পাইনি। এৰ কোন ভিত্তি নহে। উদ্ধৃত হাদিসৰে বক্তব্য হচ্ছো-

“সৰ্ববোত্তম দনি হচ্ছো- যদি শুক্ৰবারে আৰাফা হয়। সে হজ্জ শুক্ৰবারে হজ্জ নয় এমন ৭০ টি হজ্জৰে চয়ে উত্তম।”

ইমামগণ এ হাদিসকো বাতলি ও গয়ৰে সহি আখ্যায়তি কৰে:

১. ইবনুল কায্যমি (রহঃ) বলেন:

পক্ষান্তৰে মানুষৰে মুখে যা চালু আছে- এ হজ্জ ৭২টি হজ্জৰে সমান - এটি বাতলি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহা ওয়া সাল্লাম বা সাহাবায়ো কৰোম বা ভাবয়েগণ হতে এৰ কোন ভিত্তি নহে। আল্লাহই ভাল জাননে।[যাদুল মাআদ (১/৬৫)]

২. শাইখ আলবানী (রহঃ) ‘সলিসলিা যায়ফি’ গ্ৰন্থে হাদিসটিকো বাতলি ও গয়ৰে সহি আখ্যায়তি কৰাৰ পৰ বলেন: কিন্তু “হাদিসটি রাযনি ইবনে মুয়াবিয়া ‘তাজৰদিস সহিহ’ গ্ৰন্থে বৰ্ণনা কৰে” “হাসিয়াতু ইবনে আবদৌন’ গ্ৰন্থে (২/৩৪৮) যাইলায়ীৰ এমন বক্তব্যৰে ব্যাপাৰজেনে রাখুন রাযনিৰে এ গ্ৰন্থে সহিহ সতিতা (বুখাৰি, মুসলমি, মুয়াত্তা মালকে, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে তৰিমজি) এৰ হাদিসগুলো সংকলন কৰা হয়ছে যো পদ্ধতিতে ইবনুল আছরি তাঁৰ ‘জামউেল উসুল মনি আহাদছরি রাসূল’ গ্ৰন্থে সংকলন কৰে। তবো ‘তাজৰদিস সহিহ’ গ্ৰন্থে এমন অনকে হাদিস আছে মূল গ্ৰন্থগুলোতে যো হাদিসৰে অস্তিত্ব নহে। এবং অন্য আলমেগণ তাঁৰে গ্ৰন্থে তাঁৰ থেকে যো বৰ্ণনাগুলো সংকলন কৰে সেগুলোৰ ব্যাপাৰেও একই কথা যমেন- মুনাযরি তাঁৰ ‘আত-তাৰগীব ওয়াত তাৰহীব’ গ্ৰন্থে। উল্লেখিত হাদিসটি এ ধৰনে একটা হাদিস মূল গ্ৰন্থগুলোতে যো হাদিসটি অস্তিত্ব নহে। এমনকি হাদিসৰে সুপৰচিতি অন্য কোন গ্ৰন্থেও এ



হাদসিরেঅসত্বে নহে। বরং আললামা ইবনুল কাইয়্যমে তাঁর 'যাদ' (১/১৭) নামক গ্রন্থে এটি বাতলি বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি জুমার দিনে আরাফার দিন হওয়ার ১০টি মর্যাদা উল্লেখ করার পর বলেন: পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষের মুখে প্রচলতি আছে যে, এটি ৭২টি হজ্জের সমান- এ কথা বাতলি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবায়েরোম বা তাবয়ীগণ হতে এর কোন ভিত্তি নহে।

মুনাবি 'ফাতহুল কাদির' (২/২৮) গ্রন্থে অতঃপর ইবনে আবদেনী 'হাসিয়া' নামক গ্রন্থে ইবনুল কাইয়্যমে এর মতকে সমর্থন করেছেন। [সমাপ্ত]

'সলিসলি যায়ফি' (১১৯৩) গ্রন্থে বলেন: সাখাবি 'আল-ফাতাওয়া আল-হাদসিয়া' (২/১০৫) গ্রন্থে বলেন: "রাযনি তার সংকলতি গ্রন্থে হাদসিটিকে মারফু হাদসি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্ণনাকারী সাহাবী কবে? অথবা হাদসিটিকে বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করেননি। আল্লাহই ভাল জানেন।" সমাপ্ত

তনি সলিসলি যায়ফি (৩১৪৪) গ্রন্থে আরও বলেন:

হাফযে ইবনে হাজার 'ফাতহুল বারী' (৮/২০৪) গ্রন্থে রাযনির সংকলনের উদ্ধৃতি দিয়ে হাদসিটি উল্লেখ করার পর বলেন: আমি এ হাদসিরে অবস্থা জানিনি। কারণ তনি সাহাবীর নাম উল্লেখ করেননি এবং হাদসিটিকে তাখরজি (সংকলন) করেছেন সটোও উল্লেখ করেননি।

হাফযে নাসরে উদ্দনি আল-দমিশকি তার 'ফাদলু ইয়াওমু আরাফা' নামক পুস্তকিতে বলেন: "জুমার দিনে আরাফায় অবস্থান ৭২ টি হজ্জের সমতুল্য" হাদসিটি বাতলি; সহিহ নয়। অনুরূপভাবে যরি ইবনে হুবাইশ থেকে বর্ণতি যবে, "এই হজ্জ জুমার দিনে হজ্জ নয় এমন ৭০টি হজ্জের চয়ে উত্তম।" হাদসিটিও সাব্যস্ত নয়। সমাপ্ত

৩. শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কবে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

জুমার দিন হজ্জ হওয়ার ফজলিতরে ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছু বর্ণতি আছে কনি?

উত্তরে তনি বলেন: জুমার দিন হজ্জ হওয়ার ফজলিত সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কিছু বর্ণতি নহে। তবে আলমেগণ বলেন: জুমার দিনে হজ্জ হওয়াটা উত্তম।

এক: এই হজ্জ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হজ্জের সাথে মলিে যায়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরাফায় অবস্থান জুমার দিনে ছিল।

দুই: জুমার দিনে এমন একটি সময় থাকে যবে সময়ে কোন মুসলমি বান্দা যদি দাঁড়িয়ে নামায়রত অবস্থায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে তবে সটো কবুল হওয়ার অধিক উপযুক্ত।



তনি: আরাফার দনি ঈদ ও জুমার দনিও ঈদ। সুতরাং দুই ঈদরে একত্রতি হওয়াটা কল্যাণকর।

পক্ষান্তরে যা মশহুর হয়ে গেছে যে, জুমার দনি হজ্জ সত্ৰতটী হজ্জরে সমান-গয়রে সহহি।[আললিকা আশশাহরি (৩৪/১৮)]

৪. স্থায়ী কমটিরি আলমেগণকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

কছু মানুষ বলে: জুমাবার যদি হজ্জ হয় যমেন এ বছর হচ্ছে সেটো ৭টি হজ্জ আদায় করার সমান- এর পক্ষে কিসুননাহর কোন দলি আছে?

তাঁর উত্তরে বলেন: এ বিষয়ে কোন সহহি দলি নাই। বরং কছু মানুষ দাবী করছে, এটি ৭০টি হজ্জরে সমান বা ৭২টি হজ্জরে সমান- এটাও সহহি নয়।[স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (১১/২১০ ও ২১১)]

আরও দেখুন: ফাতহুল বারী (৮/২৭১) ও তুহফাতুল আহওয়াজি (৪/২৭)।

দুই: এ কথাটা বিস্তার লাভ করার কারণ বোধহয় এই যে, এটি হানাফি মায়হাব ও শাফয়েি মায়হাবরে কতিবগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে।

হানাফরি বলেন: জুমার দনি হজ্জ হওয়া ৭০টি হজ্জরে সমতুল্য। এমন জুমার দনি প্রত্যকে ব্যক্তকি কোন মাধ্যম ছাড়া ক্ষমা করে দেয়া হয়।

তাঁরা আরও বলেন: জুমার দনি হজ্জ হলে সেটি সবচেয়ে উত্তম দনি। এটি সাধারণ ৭০ টি হজ্জরে চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ।[রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররলি মুখতার (২/৬২১)]

শাফয়েরি বলেন:

বর্ণতি আছে- জুমার দনি আরাফা হলে আল্লাহ তাআলা সকল আরাফাবাসীকে মাফ করে দনে। অর্থাৎ মাধ্যম ছাড়া মাফ করে দনে। আর জুমা ছাড়া অন্যদনি হজ্জ হলে মাধ্যমে মাফ করেনে। অর্থাৎ নকেকারদরে উসলিয়ায় বদকারদরে মাফ করে দনে।[মুগনলি মুহতাজ (১/৪৯৭)]

তনি: হাদসিটা বাতলি হওয়ায় জুমার দনি আরাফা হওয়ার যে, মর্যাদা নাই এমনটি নয়। বরং ইবনুল কাইয়যমে ১০টি মর্যাদা উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে সেগুলো উল্লেখ করব:

তনি বলেন:

সঠকি মতানুযায়ী জুমার দনি সপ্তাহরে সবচেয়ে উত্তম দনি। আরাফার দনি ও কুরবানীর দনি বছররে সবচেয়ে উত্তম দনি।



অনুরূপভাবে লাইলাতুল কদর ও জুমার রাত বছররে সবচেয়ে উত্তম রাত। এ কারণে জুমার দনি আরাফায় অবস্থানরে অনেকে মর্যাদা রয়েছে যমেন:

এক. উত্তম দুটি দনি একত্রতি হওয়া

দুই. এটি এমন দনি যে দনিএ এমন একটি সময় আছে যে সময়ে দুআ কবুল হওয়া সুনশিচতি। অধিকাংশ আলমেরে মতে সে সময় আসররে পর। আর এ সময়ে আরাফাবাসী দুআতে ও রোনাজারতিে মশগুল থাকনে।

তনি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আরাফায় অবস্থানরে সাথে হুবহু মলিে যাওয়া।

চার. পৃথিবীর সর্ব প্রান্তরে মুসলমান খোতবা শুনর জন্য ও জুমার নামায় আদায় করর জন্য মসজদিে একত্রতি হওয়া। একই সময়ে আরাফাবাসী আরাফাতে একত্রতি হওয়া। এভাবে সমস্ত মুসলমান নজি নজি মসজদিে একত্রতি হওয়া ও আরাফাবাসীর দুআর ও রোনাজাররি জন্য একত্রতি হওয়ার মাধ্যমে এমন কছি অর্জতি হয় যা অন্য মাধ্যমে অর্জতি হয় না।

পাঁচ. জুমার দনি ঈদরে দনি। আর আরাফার দনি আরাফাবাসীর জন্য ঈদতুল্য। এজন্য আরাফাবাসীর জন্য সদেশি রোজা রাখা মাকরুহ।...

আমাদরে শাইখ (অর্থঃ ইবনে তাইমিয়া) বলনে: আরাফার দনি আরাফাবাসীর জন্য ঈদ। যহেতেু তারা এ দনিে সবাই একত্রতি হন। পক্ষান্তরে অন্য মুসলমানরো কুরবানীর দনি মলিতি হন। এ কারণে আরাফার দনি তাদরে জন্য ঈদ। মূল কথা হচ্চে- যদি আরাফার দনি ও জুমার দনিে পড়ে তাহলে দুই ঈদ একত্রতি হয়।

ছয়. এ দনিে মুমনি বান্দাদরে জন্য আল্লাহর দয়ো শরয়িত পরপূরণ করা ও নয়োমত পূরণ করর দনি। সহহি বুখারতিে তারকে বনি শহিব হতে বর্ণতি তনিি বলনে: এক ইহুদি উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর নকিট এসে বলল: হে আমীরুল মুমনীন, আপনারা আপনাদরে ধর্মগ্রন্থে এমন একটি আয়াত পড়নে যদি সে আয়াতটি আমাদরে ইহুদিরে উপর নাযলি হত আর আমরা জানতাম কোনেদনি এ আয়াতটি নাযলি হয়েছে তাহলে আমরা সদেশিকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করতাম। তনিি বললনে: কোনে আয়াতটি? ইহুদি বলল:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

(অর্থ- আজ আমি তমাদরে জন্যে তমাদরে দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দলিাম, তমাদরেপ্রতি আমার নয়োমত সম্পূর্ণ করে দলিাম এবং ইসলামকে তমাদরে জন্যে দ্বীনহসিবে পছন্দ করলাম।)[সূরা মায়দো, আয়াত:০৩] তখন উমর (রাঃ) বলনে: নশিচয় আমি জানি যদেশি ও যে স্থানে এ আয়াতটি নাযলি হয়েছে। এটি আরাফার ময়দানে শুকরবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে উপর নাযলি হয়েছে। তখন আমরা তাঁর সাথে আরাফার ময়দানে অবস্থান করছলাম।



সাত. এটি কয়ামতের দিনের মহা সম্মেলনের সাথে মলিযুক্ত। কারণ কয়ামত শুকরবারে সংঘটিত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুমার দিন। এদিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশে করানো হয়েছে, এ দিনে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং এ দিনে কয়ামত সংঘটিত হবে। এ দিনে এমন একটি সময় রয়েছে যদি কোন মুসলিম বান্দা সে সময়ে আল্লাহর কাছে ভাল কিছু চাইতে পারে আল্লাহ তাকে তা দান করেন।”

আট. জুমার দিনে ও রাত্রে মুসলমানদের আমল অন্য দিনের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। এমনকি পাপীরাও জুমার দিনে ও রাত্রে সম্মান করে থাকে এবং মনে করে থাকে এ দিনে যে ব্যক্তি গুনাহ করার স্পর্শ দখোয় আল্লাহ তাকে অবলিম্ববে শাস্তি দিনে; দেরি করেন না। এটি তাদের নিকট স্বতঃসিদ্ধ। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা তা জানে। তা এ দিনের মহান মর্যাদা, সম্মান ও আল্লাহর নিকট মনোনীত দিন হওয়ার কারণে। কোন সন্দেহ নেই এ দিনে আরাফায় অবস্থান নতি পারার মর্যাদা অনেকে বেশি।

নয়. জুমার দিনে জান্নাতে কিছু বাড়তি পাওয়ার দিন...। এ দিন ও আরাফার দিন যদি মিলিত হয় তাহলে এর বাড়তি মর্যাদা থাকাটাই স্বাভাবিক।

দশ. আরাফার দিনে বকিলে বলা আল্লাহ তাআলা আরাফাবাসীর নিকটবর্তী হন এবং ফরেশে তাদের কাছে তাদেরকে নিয়ে গর্ব করেন...

এ কারণগুলো এবং এগুলো ছাড়াও আর কারণ আছে যা জুমার দিনে আরাফায় অবস্থানকে বিশেষত্ব দিচ্ছে।

কিন্তু মানুষের মুখে মুখে যা চালু আছে যে, জুমার দিনের হজ্জ ৭২টি হজ্জের সমান এটি বাতলি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অথবা কোন সাহাবী কিংবা কোন তাবয়ী থেকে এ ধরনের কোন বর্ণনার ভিত্তি নেই।

যাদুল মাআদ (১/৬০-৬৫) থেকে সংক্ষিপ্ত।

আল্লাহই ভাল জানেন।